দৈনিক বর্তমান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৪তম জন্মবার্ষিকী উদযাপিত

ঢাবি প্রতিনিধি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ ৮ মে ২০২৫ বৃহস্পতিবার বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৪তম জন্মবার্ষিকী উদযাপিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ এবং কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম (সিরাজ সালেকিন) অনুষ্ঠানে 'রবীন্দ্রনাথ ও বাংলাদেশ' শীর্ষক স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন। এছাড়া, কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান এবং সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. তৈয়েবুর রহমান আলোচনায় অংশ নেন। ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, রবীন্দ্রনাথ-এর চর্চা সবসময়ের জন্যই প্রাসঙ্গিক। বিশ্বকবির চিন্তাভাবনা, দর্শন ও সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে আমরা যত আলোচনা করব, তাঁর প্রাসঙ্গিকতা ততই উজ্জ্বল হবে। এধরনের আলোচনার মাধ্যমে নতুন প্রজন্ম রবীন্দ্রনাথের জীবন-দর্শন, চিন্তা-ভাবনা ও সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে জানতে পারবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম মূল প্রবন্ধে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভূমিকা তুলে ধরে বলেন, জন্মসূত্রে তিনি কলকাতার মানুষ। পৈতৃক জমিদারি পরিচালনার লক্ষ্যে তিনি বাংলাদেশে আসেন। পরে এদেশের মানুষের সঙ্গে তাঁর সখ্যতা গড়ে উঠে। সেসময় তাঁর কলকাতা কেন্দ্রিক সাহিত্যকর্ম ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে। এদেশের মানুষ ও প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর আত্মিক সম্পর্ক তৈরি হয়। এই সম্পর্কের ভিত্তিতে তিনি অসংখ্য সাহিত্যকর্ম রচনা করেন। ছোট গল্পসহ 'সোনার তরী' থেকে 'ক্ষণিকা' পর্যন্ত বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। আলোচনা পর্ব শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগীত বিভাগ ও নৃত্যকলা বিভাগের যৌথ উদ্যোগে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

দৈনিক নয়া দিগন্ত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মবার্ষিকী উদযাপিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গতকাল বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৪তম জন্মবার্ষিকী উদযাপিত হয়েছে। এ উপলক্ষে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

প্রো-ভিসি (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, প্রো-ভিসি (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ এবং কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম (সিরাজ সালেকিন) অনুষ্ঠানে 'রবীন্দ্রনাথ ও বাংলাদেশ' শীর্ষক স্মারক বক্তৃতা করেন। এ ছাড়া, কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান এবং সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. তৈয়েবুর রহমান আলোচনায় অংশ নেন। ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার ৪র্থ পৃ: ৫-এর কলামে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে

৩য় পৃষ্ঠার পর

মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

ভিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, রবীন্দ্রনাথের চর্চা সবসময়ের জন্যই প্রাসঙ্গিক। বিশ্বকবির চিন্তাভাবনা, দর্শন ও সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে আমরা যত আলোচনা করব, তার প্রাসঙ্গিকতা ততই উজ্জ্বল হবে। এ ধরনের আলোচনার মাধ্যমে নতুন প্রজন্ম রবীন্দ্রনাথের জীবন-দর্শন, চিন্তা-ভাবনা ও সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে জানতে পারবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

আলোচনা পর্ব শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সঙ্গীত বিভাগ ও নৃত্যকলা বিভাগের যৌথ উদ্যোগে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক

অধ্যাপক ড. নাজমুন্নেসা মাহতাবের বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে অতিথিরা —ইত্তেফাক

ড. নাজমুন্নেসা মাহতাবের বইয়ের মোড়ক উন্মোচন

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও রোকেয়া চেয়ার অধ্যাপক ড. নাজমুন্নেসা মাহতাব রচিত বই 'পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থিওরি অ্যান্ড কনসেপ্ট'-এর মোড়ক উন্মোচন করা হয়েছে। গত বুধবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নারী ও লিঙ্গ অধ্যয়ন বিভাগের আয়োজনে অধ্যাপক মুজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. সি আর আবরার। তিনি বলেন, এই ধরনের গবেষণাধর্মী ও প্রাসঙ্গিক প্রকাশনা আমাদের প্রশাসনিক কাঠামো ও নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রে জ্ঞানচর্চাকে আরো সমৃদ্ধ করবে।

বইটির লেখক ড. নাজমুন্নেসা মাহতাব তার বক্তব্যে জানান, বইটি শুধু তাত্ত্বিক পাঠের জন্য নয়, বরং প্রাসঙ্গিক বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে লোকপ্রশাসনকে বিশ্লেষণ করতে সহায়তা করবে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমেদ খান। তিনি বলেন, গবেষণার লক্ষ্যে আমি চাই সবার একসঙ্গে কাজ করুক। তিনি বলেন, বইটি গবেষক ও শিক্ষার্থীদের কাজে লাগবে। একশনএইডের মতো অন্যান্য সংস্থাকে শিক্ষার্থীদের ইন্টার্নশিপ ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধায় সহায়তা করার আহবান করেন তিনি।

অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. তাইয়াবুর রহমান। আলোচক হিসেবে বক্তব্য দেন অ্যাকশনএইড বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর ফারাহ কবির, পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিভাগের অধ্যাপক ড. সাদিক হাসান।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নারী ও লিঙ্গ অধ্যয়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. তানিয়া হক।

দৈনিক বর্তমান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা পদ্ধতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

ঢাবি প্রতিনিধি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্গ্যানাইজেশন স্ট্র্যাটেজি এন্ড লিডারশীপ বিভাগের উদ্যোগে ÔFundamentals of Research Methodology-02' শীর্ষক মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা আজ ৮ মে ২০২৫ বৃহস্পতিবার শেষ হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক মাল্টিপারপাস হলরুমে সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন।

বিভাগীয় চেয়ারম্যান সহযোগী অধ্যাপক মো. রাশেদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মাহমুদ ওসমান ইমাম, অর্গ্যানাইজেশন স্ট্র্যাটেজি এন্ড লিডারশীপ বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ শরীয়ত উল্লাহ এবং পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা বিভাগের যুগ্মসচিব ড. সাদিয়া শারমিন বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, শিক্ষার্থী ও গবেষকদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে এ ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মশালা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তিনি বলেন, শিক্ষা ও গবেষণার উন্নয়নে সামাজিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমাদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। বিভিন্ন অংশীজনের সঙ্গে এ ধরনের যৌথ সহযোগিতামূলক কর্মসূচি আয়োজনের উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

এই প্রশিক্ষণ কর্মশালায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ৩৮জন শিক্ষার্থী ও গবেষক অংশ নেন।

দৈনিক বর্তমান

সরকারের ওপর অর্থনৈতিক নির্ভরতা কমাতে চাই: ঢাবি উপাচার্য

ঢাবি প্রতিনিধি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, আমরা সরকারের ওপর অর্থনৈতিক নির্ভরতা কমাতে চাই। এজন্য অ্যালামনাইদের এগিয়ে আসতে হবে। ইতোমধ্যেই আমরা তাদের কাছ থেকে আশানুরূপ সাড়াও পাচ্ছি। সরকারের ওপর নির্ভরতা না কমালে নানা চাপে আমাদের কোমর বাঁকা হয়ে যাবে। ৮ মে বৃহস্পতিবার উপাচার্যের অফিস সংলগ্ন লাউঞ্জে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের 'ফ্লোর বর্ধিতকরণ প্রকল্পে' ১০ লাখ টাকার চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান এসব কথা বলেন। পরিসংখ্যান বিভাগের সাবেক শিক্ষার্থী ড. বশির উদ্দিন আহমেদ এই ১০ লাখ টাকা প্রদান করেন।

এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক মো. লুৎফর রহমান এবং পরিসংখ্যান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. জাফর আহমেদ খান উপস্থিত ছিলেন।